R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বাসোপোযোগী জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফাঁসিতলা এলাকায় পণ্ডিতের বাগানের বেশ কিছুটা জায়গা প্লট করে বিক্রী করা হচ্ছে। যোগাযোগ করুন—

সনৎ ব্যানার্জী
অবসরপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা
(সি পি এম অফিসের সামনে)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮১শ বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে চৈত্র বুধবার, ১৪০১ সাল।
১২ই এপ্রিল, ১৯৯৫ সাল।

নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

এস টি ডি চালুর পর যন্ত্রণা আরও বেড়েছে

বিশেষ সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জে এস টি ডি সিষ্টেম চালু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। সাগরদীঘিতে এস টি ডি হওয়ায় মোটামুটি এই জেলার সর্বত্র গনকর বাদে এস টি ডি হলো। কিন্তু সর্বশ্রেণীর গ্রাহকদের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে এস টি ডি চালু হওয়াতে দুর্ভোগ না কমে বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। কমপ্লেন, ট্রাঙ্ক বুকিং প্রভৃতি এক্সচেঞ্জের নম্বর-গুলো প্রায় মৃতবৎ চুপ করে থাকে। এ সবের দায়িত্বে কেউ আছেন বলে মনে হয় না। অন্যদিকে এস টি ডির বোতাম টিপলে বেশীর ভাগ সময় কাসেটে নারীকণ্ঠ ভেসে আসে—লাইন এনগেজড্, আফটার সাম টাইম ইত্যাদি স্তোকবাক্য। জনৈক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অভিযোগ করেন তাঁকে প্রায়ই মালদা, শিলিগুড়ি ও আসামে যোগাযোগ করতে হয়। দেখা যায় অনেক সময় লাইনে অন্য লাইন ঢুকে পড়ে কথাবার্তায় ব্যাঘাত ঘটায়। কখনো বা কথা বলতে বলতে লাইন কেটে যায়। আবার কখনও শুধু ঝিন ঝিন শব্দ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বজন ও স্বদলের মানুষদের মধ্যে জমির পাট্টা বিলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা : সুতি ১নং পঞ্চায়েত সমিতির ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জীবন দাস, আর আই কামাল হোসেন, প্রধান মহঃ ইলিয়াস এবং অজগরপাড়া গ্রামের তৎকালীন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতের এবং শ্রীরামপুর মৌজার প্রায় দেড়শো বিঘা জমি কিছুদিন পূর্বে আর আই অফিসে নিজেদের পছন্দমত লোকের মধ্যে পাট্টাবিলি করেছেন বলে কংগ্রেস থেকে অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগে বলা হয়েছে পাট্টা বিলি হয়েছে জোতদারদের ছেলে ও আত্মীয়দের নামে। এর মধ্যে আছেন প্রধানের তিন ছেলে, ভাইপো, বেয়াই প্রভৃতি নামে। এমন কি কর্মাধ্যক্ষ জীবন দাসের বাবা, শালা এবং হারুয়া গ্রামের সিপিএম সদস্যদের নামেও পাট্টা দেওয়া হয়েছে বলে কংগ্রেসীরা অভিযোগ তোলেন। ৬/৭ বছর ধরে যাঁরা জমি চাষ করছিলেন তাঁদের সুকৌশলে উচ্ছেদ করা হয়েছে। স্থানীয় কিছু পঞ্চায়েত সদস্য মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করলেও আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হয়নি বলে জানা যায়।

শিক্ষক নিয়োগের তদন্তের নির্দেশ দিলেন সুপ্রীম কোর্ট

বিশেষ সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ ১৯৮৬ সালে যে সব শিক্ষক নিয়োগ করেন তাতে দুর্নীতি হয়েছে বলে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। এর পরও প্রায় ১৪ হাজার প্রার্থীর এক ইন্টারভ্যু নেন সংসদ। অন্যান্য জেলা নিয়েও মামলা হয়। সেই অনুযায়ী গত ১৭ ফেব্রুয়ারী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের এক আদেশে ১৬টি জেলায় দুজন করে আইনজ্ঞকে দিয়ে তদন্তের জন্য পঃ বঙ্গ শিক্ষা সংসদকে আদেশ দেন। এবং ৪ সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেন। সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশ দেন ইন্টারভ্যু নেবেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা শাসক ও একজন শিক্ষাবিভাগের উচ্চ পদস্থ অফিসার। সুপ্রীম কোর্টের ১৭ ফেব্রুয়ারীর নির্দেশ মোতাবেক মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তদন্ত শুরু হয়েছে। এই বোর্ডে আছেন সমীর দত্ত ও সুধাংশু বিশ্বাস।

মাঝ পথেই পুর উৎসব বন্ধ করতে হ'লো

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৭ এপ্রিল বিশাল পদযাত্রার মধ্য দিয়ে জঙ্গিপুর পুরসভার ১২৫ বৎসর পূর্তি উৎসবের সূচনা হয়। ১২ এপ্রিল পর্যন্ত উৎসবের কর্মসূচী থাকলেও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এর মৃত্যুতে জাতীয় শোক পালনের উদ্দেশ্যে ১০ এপ্রিল উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন পুরপতি। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটিকে পৌরসভার সর্ব প্রথম চেয়ারম্যান বাবু কৃষ্ণবল্লভ রায়ের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়। রঘুনাথগঞ্জে 'দাদাঠাকুর' (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা সুপার থারমালে নতুন চিফ এক্সিকিউটিভ

নবারুণ : গত ৫ এপ্রিল টি শঙ্করালিঙ্গম ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্টের এ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার (ইনচার্জ) হিসাবে যোগ দিলেন। তিনি এই প্রোজেক্টের চিফ এক্সিকিউটিভ পদে জি, এস, সোহলের স্থলাভিষিক্ত হলেন। শ্রীশঙ্করালিঙ্গম একজন ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট এবং এই পদে যোগদানের পূর্বে এন টি পি সির বিভিন্ন পদে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৭৭ সালে এনটিপিসিতে যোগদানের পূর্বে তিনি ভেল সংস্থায় কর্তব্যরত ছিলেন।

বি ডি ও অফিসে বহু পোষ্ট খালি থাকায় কাজ হচ্ছে না

সাগরদীঘি : বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয় ব্লক অফিসে হেড ক্লার্ক, ত্রাণ পরিদর্শক, পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিক, টাইপিষ্ট ক্লার্ক প্রভৃতি প্রায় ৬টি প্রয়োজনীয় পোষ্ট খালি পড়ে আছে। ফলে ঐ সমস্ত কাজগুলি একেবারেই হচ্ছে না ও জনগণকে বিশেষ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে চৈত্র বুধবার, ১৪০১ সাল

।। অশ্রুতপূর্ব ।।

সম্প্রতি নদীয়া জেলার দেবগ্রাম স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে পোলিও, হাম ও অন্যান্য প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার জন্য কিছু শিশুর মৃত্যু হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক। এই দুর্ঘটনায় ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সোচ্চার হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ফলে যে বিপত্তি ঘটিয়া গেল, তাহা যেন একটা ইতিহাস হইয়া পড়িয়াছে।

দেবগ্রাম সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গত ৩রা এপ্রিল ৪২ জন শিশুকে পোলিও, হাম প্রভৃতির প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয় এবং ইহার প্রতিক্রিয়ায় সব শিশুরই প্রবল জ্বর, বমি-পায়খানা শুরু হয়। কাহারও কাহারও গায়ে লাল গুটি বাহির হয়; হাত-পায়ের শিরা কালো হইয়া যায় এবং কয়েকজনের মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার বিস্ময়কর ভয়াবহতাকে অস্বীকার করা যায় না। সংবাদ পাওয়ামাত্র কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক তৎপর হইয়া উঠেন। এই পর্যায়ের তদন্ত কার্য শুরু হইয়াছে। রাজ্যসরকারও তদন্ত শুরু করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও এই শিশু মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিবেন। ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞদের মতামত চাওয়া হইয়াছে। অনুমানভিত্তিক কিছু কিছু কথা শুনা যাইতেছে যাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করা চলে না। শুনা গিয়াছে যে, এই সব টিকা রাজ্য সরকারের সংগৃহীত। আবার রাজ্য সরকারের তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে, প্রতিষেধক টিকা কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহ করিয়াছেন। দিল্লীর একটি ঔষধ-প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান জানাইয়াছে যে, তাহাদের প্রস্তুত টিকা শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যায়। সুতরাং প্রতিষেধক টিকায় যদি কোন গণ্ডগোল থাকিত, তবে অন্যান্য রাজ্য হইতে অভিযোগ আসিত বা শিশুদের অসুস্থ হইবার সংবাদ পাওয়া যাইত।

কিসে যে এমন বিপর্যয় হইয়া গেল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। প্রতিষেধক টিকার সংরক্ষণ, টিকা প্রদানের পদ্ধতি, টিকাপ্রদান-কারীর অনভিজ্ঞতা বা অবহেলা প্রভৃতির ফলে এই রকম বিপদ ঘটিতে পারে। জানা গিয়াছে যে, দেবগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারবাবু ঐ দিন টিকা দেন নাই, দিয়াছিলেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির একজন সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মী। ইহা যে এক বিরাট কর্তব্যচ্যুতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। উল্লেখিত ঘটনার পর হইতে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চারিজন স্বাস্থ্যকর্মী নাকি আত্মগোপন করেন। এখন তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর জিজ্ঞাসাবাদ অবশ্যই করা হইবে।

শিশু মৃত্যুর ঘটনায় স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষোভে ফাটিয়া পড়েন এবং সমর্থনযোগ্য না হইলেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ যদি পূর্বেই গুলি চালাইত, ত এই রকম ভাঙচুর হইত না বলিয়া রাজ্যস্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিন্দা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অপ্রিয় হইলেও সত্য যে, এই রাজ্যের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য-কেন্দ্রসমূহে বহু অব্যবস্থা ও অবহেলা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিতেছে। কর্তব্যবোধ সর্বস্তর হইতে অনেক দিন আগেই চলিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য জনমনও বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে।

দেবগ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শিশুমৃত্যু যে কারণেই হউক, সন্তানহারা জননীরা হারান সন্তান কি আর ফিরিয়া পাইবেন? অতঃপর সর্বপ্রকার তদন্তের ফলাফল জানা যাইবে। দোষী ব্যক্তি সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তথাপি বিবেকের কাছে কোন জবাবদিহি চলিবে কি? মানুষের জীবন লইয়া নানা-ভাবে ছিনিমিনি খেলা চলে হয়ত; কিন্তু নিরপরাধ ও অসহায় শিশুদের জীবন লইয়া এমন কাণ্ডকারখানা অশ্রুতপূর্ব।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

ওয়াটার সাপ্লাই আদৌ হবে কি?

জঙ্গিপুর পৌরসভা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম পৌরসভাগুলির মধ্যে অন্যতম একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিকল্পিত পৌরসভা হিসাবে পরিচিত। বর্তমান বছরের এপ্রিল মাসের ১ম সপ্তাহে এই পৌরসভার ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পুরবাসীগণ উন্নত শহর জীবনের অনেক সুযোগ সুবিধার অধিকারী হলেও, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ থেকে আজও বঞ্চিত আছেন। ১৯৮২ সালে পানীয় জল সরবরাহের কাজ শুরু করা হয়। পাইপ লাইন বসানোর কাজ এবং জলাধার নির্মাণের কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে। নিয়মমাফিক ১৯৯২ সালে পরিশুদ্ধ জল সরবরাহের কাজ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য কারণে জল সরবরাহের কাজ আজও শুরু হল না। জঙ্গিপুর পৌরসভার অধিবাসীগণ পরিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য আর কতকাল অপেক্ষা করে থাকবেন। মাননীয় পৌরমন্ত্রী কি এ ব্যাপারে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারেন না?

কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

দা'ঠাকুরের বর্ষফল গণনা

(প্রথম প্রকাশ ১৩২৭ সাল)

পাঁজি নিয়ে গোল বাধা'লে 'গুপ্ত' এবং বাক্‌চি,
কয়েক বছর দেখে দেখে চুপটী ক'রে থাক্‌চি।
গুপ্ত বলে রবি রাজা বাক্‌চি বলে গুরু।
আমার নিজের খাস গণনা করি তবে সুরু।
ধনীর রাজা যক্ষ মশায় মন্ত্রী কৃপণতা।
দীনের রাজা 'নাই, নাই, নাই' মন্ত্রী দরিদ্রতা।
যাদের বাড়ী প্রবেশ নিষেধ সঙ্গীন ঘাড়ে রক্ষী,
তাদের ঘরেই ঠেলে ঠুলে ঢুকবে গিয়ে লক্ষ্মী।
প্রবেশ-দ্বার যার সকল দিকে ভক্তি ক'রে ডাকে
তাদের ডাকে মা কমলা পেছন ফিরে থাকে।
এই প্রমাণে মনে মনে গণিনু এইটুকু—
সুখীর ঘরে সুখ হবে আর দুখীর ঘরে দুখ।
যাদের আয়ু ফুরিয়ে এলো এবার তারা মরবে,
আয় হবে যার সেইত এবার বাক্সে টাকা ভর্‌বে
মেয়ের বিয়ে যত হবে ছেলের বিয়ে তত।
অন্নপ্রাশন হবে অনেক, শ্রাদ্ধ হবে কত।
কত লোকের গিন্নি যাবেন গৃহ ক'রে খালি,
পাকা খুঁটি কেঁচে আবার পাত্‌বে গৃহস্থালী।
কত নাড়ীর হাতের শাঁখা নোয়া যাবে খসি,
বাঁচ্‌বে য'দিন সেই অভাগী কর্‌বে একাদশী।
কত লোকের বাপ মরিবে কত লোকের ছেলে,
দু'দিন কেঁদে সব ভুলিবে পেটে অন্ন গেলে!
পরীক্ষাতে পাশ হবে কেউ, কেউ হবে ফেল,
পদের লাগি পরের পদে কেউ লাগাবে তেল।
কেহ হবে বরখাস্ত, কেউ হবে বাহাল।
কেউ কাঁদাবে, কেউ হাস্‌বে দুনিয়ার যা' হাল।
কেউ কিনিবে নূতন বিষয় কেউ করিবে বিক্রী,
কতক মামলা ডিসমিস হবে কতক হবে ডিক্রী,
আদালতে হাজির হবে বাদী বিবাদীতে,
দুয়ের উকীল খুল্‌বে নজীর মামলা জিতে দিতে,
হাকিম চাবে ফাইল—ক্লিয়ার আমলা চাবে এবি,
একের যাতে লভ্য, তাতে অন্য জনের ক্ষেতি।
মফঃস্বলের দলচারী সত এডিটার
ভাব্‌বে সদা দেশের মন্দ—নীলাম ইস্তাহার।
মাল বেঁধে রেখেছে যারা বল্‌বে বাজার চড়ুক,
নিজের লভ্য হ'লেই হ'ল অন্য লোকে মরুক।
একের ভাল কর্‌তে গেলে অন্যে যাচ্ছে মারা,
এক্ষেত্রে কি করে বল ভগবান বেচারা।
সেই কারণে ভেবে চিন্তে সামঞ্জস্য ক'রে,
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিবেন সুখে দুখে গড়ে।
কি হইবে মিছে ভেবে দেহ হবে রোগা।
নসীব ভেবে থাক্‌ব ব'সে যো হোগা সো হোগা
খাদ্যাভাবে বোধ হয় এবার যাবনাকো মারা।
মহাল আমার উদর মৌজা প্রায় থাকে ইজারা,
কষ্ট হবে যদি মহাল খাসে থাকে রোজ,
ভরসা আছে পাবই পাব মরা পোড়া ভোজ,
রাজা হবার জন্যে আশা ক'রে এত কাল,
দেখলাম আমি 'যে পান্নালাল সেই পান্নালাল'।
নেহাৎ যদি উন্নতিটা করেন ভগবান;
কচু আছি ঘেঁচু হব, বড় বাড়ি তো মান।

ক্ষুদিরামকে স্বপ্ন দেখতে দাও

তাপস দাস

ক্ষুদিরাম। অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামী নয়। কলিযুগের তরতাজা মাটি নিড়ানো মুনিষ। ক্ষেতমজুর। পান্তাভাতের শান্‌কিই জীবনের ব্রত। জমিদারের রক্তচক্ষু দেখতে হয় না আজকাল। সেই চাবুকমারা অত্যাচারও আর নেই। তবু কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। কোন ছদ্মবেশী অত্যাচার। রোগা হারগিলে বার করা এক-রত্তি মানুষটা। সেই আজিমগঞ্জ থেকে বাজারসৌ। লোকাল ট্রেন করে পাড়ি। কাজের আশায়। সকাল সাতটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত রোদ মাথায় হাড়-খাটুনী। মাঝে একটু গুড়মুড়ি। মালিকের দয়া। কাজের শেষে ঊনিশটা টাকা। কড়্‌কড়্‌ করে গুণে নাও হে। যা দিলাম—অনেক দিলাম। ক্ষুদিরামের আশা ছিল বেশী। যখন পূরণ হলো না--তখন বাড়ী ফেরো ঐ নিয়েই। মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। প্রতিবাদের পদ্ধতি জানা নেই। তাই আশা করতে ভয় পাই। স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে করে না আর। ওকে প্রশ্ন করা হলো—'ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছো?' পোঁকায় খাওয়া কালো দাঁত বের করে—'ছেলেটা সিয়ানা গো। পড়হ্যাবার সাধও ছিল। ছেলেটা যখন জন্মালো—বড় মুখ করি বোকে বুল্যাছিলাম 'অকে মুনিষ খাটতে দিব না—লিখাপড়্‌হা শিক্কহাবো—রাজার বেটার মতন মানুষ করবো। উ চাকরী করবে। হামাদেরকে তখুন আর মুনিষ খাটতে হবে না—তু দেখ্যা লিস্‌।' হামার বো খুব হেসেছিল বাবু।' আহারে! বেচারা ক্ষুদিরাম। মাটিতে শুয়ে ছেঁড়া কাঁথার স্বপ্ন। লাখ তো আরো পরের কথা। এ স্বপ্ন দেখ না ক্ষুদিরাম। এই পৃথিবীর অনেক কিছুই তোমার জন্যে নয়। আশ্বিনের নব আনন্দ, নীল আকাশের সৌন্দর্য, শুভ্রকাশের বন, শিশির শিউলির শীতল স্পর্শ তোমার জন্য নয়। চৌদ্দ ইঞ্চির দূরদর্শন কিংবা দূরদর্শনে দেখানো অন্ধকার রাতে বিদ্যুৎ বর্তির আলোতে তোমার ঘর দিন হয়ে ওঠার স্বপ্নও তোমার জন্যে না। অত্যাধুনিক উপগ্রহ কিংবা শেয়ার মার্কেট তোমার জন্য না। পিন্ডারির পথিক তুমি হতে পারবে না। চাউমিন বা কফি হাউসের আড্ডাও তোমার জন্য না। তোমার জন্য সেই নয় ঘন্টা কাজ আর ঊনিশটা কড়কড়ে টাকা। তোমার জন্য খালি পা- হাঁটু অবধি ধুলোমাখা মার্কিন ধুতি—মাথায় গামছা। ব্যাস। তোমার জন্য কালও যা ছিল আজও তাই আছে। সরকারের দোষ দিই না। সরকারী নির্দেশ—ক্ষেত মজুরদের ২৮.৯১ (আটাশ টাকা একানব্বই পয়সা) টাকা দাও। বর্তমানে এই মজুরী বাড়িয়ে প্রায় ৩২ টাকা (বত্রিশ টাকা) করার কথা চলছে। দুর্ভাগ্য—ক্ষুদিরামের ভাগ্যে মাত্র ঊনিশ টাকা। গলদ রয়েছে কোথাও। যারা মুনিষ খাটায় আর যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে ন্যায্য মজুরী সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য—তাদের মধ্যেই প্রধান গলদ। এদের যোগাযোগ ক্ষুদিরামের সঙ্গে নয়—যোগসাজস রয়েছে জমির মালিকের সঙ্গে। শুনলে অবাক হবেন, এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন অফিসার-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ক্ষেত মজুরের মজুরী কত? বলতে পারেনি। সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। সরকারের নীতি ব্যর্থ প্রমাণিত করতে কুন্ঠিত নয় বিন্দুমাত্র। শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থে লড়াই করে যখন সমাজ এগিয়ে যেতে চাইছে ঠিক তখনই গুটিকতক পচনশীল মানুষ জমিদারী অত্যাচারকে বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। ক্ষুদিরামের ন্যায্য অধিকারকে পাইয়ে দিতে হলে নীতি নির্ধারণের সাথে সাথে এই সমস্ত ক্ষতিকর মানুষগুলোর দিকে নজর রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তবেই শ্রেণীসংগ্রাম সাফল্য লাভ করবে। তবেই ক্ষুদিরামের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

অস্ত্র উদ্ধারের নামে পুলিশী অত্যাচারের অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৩ এপ্রিল মাঝরাতে সুজাপুরের তশিকুল আলমের বাড়িতে পুলিশ গোপন রাখা আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধানে হানা দেয়। কিন্তু কোন অস্ত্র উদ্ধার করা যায়নি। তশিকুল পুলিশী অত্যাচারের অভিযোগ এনে বলেন, তিনি ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে বেগম বেওয়ার পক্ষে দাঁড়ানোয় সি পি এম দলের বুলবুল ও কুশল সেখ তাকে জব্দ করতে পুলিশের কাছে এই অভিযোগ করে। তিনি ও তাঁর ভায়েরা বিধবা মায়ের সঙ্গে কোনরূপে দিন যাপন করে এবং কোন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নয়। তশিকুল অভিযোগ করেন পুলিশ তল্লাসীর নামে তাদের ঘরের জিনিষ-পত্র তছনছ করেছে।

বাবু জগজীবনরামের জন্মদিবস পালন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৫ এপ্রিল স্থানীয় ডিপ্রেসড ক্লাসেস লীগের পরিচালনায় অফিস সম্মুখে ভারতের প্রাক্তন উপপ্রধান মন্ত্রী বাবু জগজীবনরামের ৮৮তম জন্মদিবস উদযাপিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নরেন দাস ও প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ বারীন্দ্রনাথ দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন গৌরগোপাল বর্মন। অন্যান্য-দের মধ্যে ছিলেন ডাঃ সুভাষ দাস, অমল কুমার হালদার, সুজিত চক্রবর্তী, রাবর আলি, তামিজুদ্দিন সেখ ও পলাশ মজুমদার প্রমুখ।

এনটিপিসি হাসপাতালে ইনসিনেরেটার চালু

পুবারুণ ঃ পুবারুণে অবস্থিত এন টি পি সি জেনারেল হাসপাতালে সম্প্রতি একটি নতুন ইনসিনেরেটার মেসিন বসানো হলো। এই মেসিনে হাসপাতালের ময়লা বা আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলা যাবে, যার ফলে বায়ু শোধিত হয়ে বাতাসবাহিত রোগ ছড়ানো বন্ধ হবে। গত ২৮ মার্চ প্রোজেক্টের তৎকালীন এক্সি-কিউটিভ ডাইরেক্টর (নর্দান রিজিয়ন) জি এস সোহল যন্ত্রটি হাসপাতালকে উৎসর্গ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার (মেনটেন্যান্স) পি কে রায়, ডেপুটি জি এম (টি এস) এন আর মোহনা রায়, ডেপুটি জি এম (সি এন্ড এম) এম এস টি সাই, চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ জে পি সাই ও চিফ পার্সোন্যাল ম্যানেজার ডি কে চৌধুরী।

প্রোগ্রেসিভ মেডিক্যাল প্রাকটিশনার্স-দের ৪র্থ রাজ্য সম্মেলন

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ২৫ মার্চ বহরমপুর গ্রান্ট হল ময়দানে প্রোগ্রেসিভ মেডিক্যাল প্রাকটিশনার্সদের ৪র্থ রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় এক হাজার গ্রামীণ চিকিৎসক পথ পরিক্রমা শেষে সমাবেশে যোগ দেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন বহরমপুরের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুনীলকুমার সেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক প্রাণতোষ মাইতি, প্রধান অতিথি ডাঃ তরুণ মন্ডল, ডাঃ সুভাষ দাসগুপ্ত। তাঁরা পানীয় জলের দূষণ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সকল প্রতিনিধি জেলায় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও সদর হাসপাতালের উন্নতির জন্য প্রস্তাব রাখেন।

মিডল স্কলারশিপ পরীক্ষায় ইংরাজী প্রশ্ন কঠিন—অভিযোগ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় মিডল স্কলারশিপ পরীক্ষা হয়ে গেল। শিক্ষকরা অভিযোগ করেন এই পরীক্ষায় ইংরাজী প্রশ্নপত্র মানের দিক দিয়ে কিশোর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে দুরূহ বলা চলে। শিক্ষা বিভাগের হিসাবে ষষ্ঠ শ্রেণীতেই ইংরাজীকে 'ফার্স্ট ষ্টেপ' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সেই ষষ্ঠ শ্রেণীর মানের এই স্কলার-শিপ পরীক্ষায় ইংরাজী প্রশ্নপত্র মানের দিক দিয়ে অনেক উচ্চ শ্রেণীর ক্ষেত্রেও কঠিন হয়েছে। শিক্ষক ও অভিভাবকরা এ ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়ে শিক্ষা বিভাগকে পরবর্তী-তে সজাগ হবার দাবী জানিয়েছেন বলে জানা যায়।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ বাগানবাড়িতে বসতজমি কাঠামত প্লট হিসেবে বিক্রী হচ্ছে। যোগাযোগের স্থান—*বিকাশ ধর, 'মৌমিতা'* (রেডিমেড পোষাকের দোকান) বাগানবাড়ী, রঘুনাথগঞ্জ ফোন ঃ ৬৬২৪৯

॥ ভিন্ন চোখে ॥

উৎসব মানুষের বন্ধন থেকে মুক্তির আনন্দবার্তা বহন করে আনে। মানুষের প্রাণের প্রকাশ উৎসবের মাধ্যমেই। বাঙালী উৎসবপ্রিয় জাতি। তাই এই দেশে বারোমাসে তের পার্বণ। ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তরে ও বাইরে বেজে ওঠে উৎসবের বাজনা।

সারা চৈত্র মাস ধরেই ছিল উৎসব। বাসন্তী পূজা, অন্নপূর্ণা, রামনবমী, গুডফ্রাইডে, চড়কপূজা। এ ছাড়া আরো অনেক ছোটখাটো উৎসব। বৎসরের শেষ ভাগে চড়ক পূজা। চড়ক পূজার এক পরিচ্ছন্ন নিটোল ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গাজনের বাজনা বাজছে। গাজনের সন্ন্যাসী পেটে কপালে বাণ ফোঁড়, অনুষ্ঠানের আগে শিবের মাথায় ফুল ছড়াচ্ছে। শিবের চরণে ধর্ণা দিয়ে মাথা খুঁড়ছে। চারিদিকে অসংখ্য ভক্তের ভীড়।

এখনও চৈত্র মাস এলে গাজনের বাজনা বেজে ওঠে। বাঙালীর বহু স্মৃতিঘেরা গাজন ও ঝাঁপের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ভক্তেরা সমস্ত চৈত্র মাস সন্ন্যাস ব্রত পালন করে। দরজায় দরজায় গাজনের গান গেয়ে বেড়ায়।

চৈত্র মাস বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। বাংলা বৎসরের শেষ মাসটির শেষ দিন পর্যন্ত উৎসবের বাজনা বাজছে। বাজনার সুর আমাদের যেন বলতে চাইছে ঃ

'বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন
চৈত্র অবসান
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।'

মণি সেন

জঙ্গিপুরের সন্তানের আন্তর্জাতিক সম্মানলাভ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট সূত্রে প্রকাশ, জঙ্গিপুরের সন্তান রঘুনাথগঞ্জের প্রয়াত ডাঃ পার্বতীচরণ মুখার্জীর পুত্র টি, কে মুখার্জী তাঁর 'রিহ্যাবিলিটেশন অফ ওল্ড ওয়াটার সাপ্লাই পাইপস্' গবেষণাপত্রের জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই সম্মেলন যুক্তরাষ্ট্রের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা একত্রে সারা বিশ্বের ২৫০ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। বহু পুরাতন পাইপের ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা সকলের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করে। শ্রীমুখার্জী তাঁর গবেষণাপত্র কলকাতা করপোরেশনে জমা দেন এবং যার ফলে সি, এম, সি বিশ্বের দরবারে বিশেষ স্থান পায়।

জঙ্গিপুর সংবাদ সম্বন্ধে পাঠকের বক্তব্য

পত্রিকাটিকে ৪ পাত র স্থলে ৬ পাতা করা হোক ও মূল্য বৃদ্ধি করে এক টাকা ধার্য্য হোক। মহকুমা, রাজ্য, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল সংবাদ পরিবেশন করা হোক। বর্তমান জগত টিভি ও টেকনোলজির দৌলতে ছোট হয়ে যাওয়ায় এক প্রান্তের পালা বদলের রঙ পৃথিবীর অন্য প্রান্ত ছুঁতে দেরী হচ্ছে না। এর ফলে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক সংবাদের পার্থক্য দূর হয়ে গেছে।

—কিশোর চক্রবর্তী/ভূপাল (মধ্যপ্রদেশ)

বহু পোষ্ট খালি থাকায় (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভাবে হয়রাণ হচ্ছেন বলে স্থানীয় মানুষ অভিযোগে সোচ্চার। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এগুলিতে লোক আনার কোন প্রচেষ্টা বিডিও করেছেন বলে জানা যায় না। মানুষের কাজই যদি না হয় তবে বিডিও অফিসটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিলেই ভাল হয় বলে জনগণের ক্ষুব্ধ অভিযোগ।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসব বন্ধ করতে হ'লো (১ম পৃষ্ঠার পর)

মঞ্চে ও জঙ্গিপুর 'উৎপল দত্ত' মঞ্চে স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীসমন্বয়ে বেশ কিছু মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয়। পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষের আবৃত্তি ও সংলাপ নাটিকা, অমর পাল ও সম্প্রদায়ের সঙ্গীত, বিখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অজিত পাণ্ডের সঙ্গীতানুষ্ঠান বহু দর্শককে মুগ্ধ করে। ভাগীরথীর দুই পারের মঞ্চে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ও প্রাক্তন কমিশনারগণ সমেত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শহরবাসীর বিপুল উৎসাহ চোখে পড়ে। ১০ এপ্রিল জঙ্গিপুরে 'উৎপল দত্ত' মঞ্চে পৌরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য্যের অভিভাষণ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপকদের পুরস্কৃত করা হয় ঐ দিনই। মন্ত্রী শ্রীভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষণে সমস্ত পুরনাগরিককে পুরসভার সাথে এক সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেন ও জঙ্গিপুর পুর-এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করার যে কথা ছিল তা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে শোনা গেলেও অকস্মাৎ উৎসব কর্মসূচী মাঝ পথে থেমে যাওয়ায় তা বিলি করা সম্ভব হয়নি। শোনা যাচ্ছে জাতীয় শোক দিবস শেষে একটি সমাপ্তি অনুষ্ঠানে তা প্রকাশ করা হবে।

যন্ত্রণা আরও বেড়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাজতে থাকে। উক্ত ব্যবসায়ী আরও দাবী করেন এস টি ডি লকিং সিষ্টেম এখানে শীঘ্র চালু করা হোক। বিলের সঙ্গে সংযোগ করা ফোন নম্বর উল্লেখ করা হোক। এবং সব থেকে জরুরী প্রয়োজন এখানে এস টি ডি চ্যানেল বাড়ানো। চ্যানের ত্রুটির ফলে বেশীর ভাগ সময় এস টি ডিতে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হয় না। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে জানালে তাঁরা লাইন ত্রুটিমুক্ত বলে নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন। আসল অসুবিধা থেকেই যায়। অন্যদিকে স্থানীয় টেলিফোন কর্তৃপক্ষ জানান ট্রাঙ্ককল বুকিং ৬৬-১৮০ এর বদলে হবে শুধু ১৮০ এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপর নম্বরগুলির ক্ষেত্রে ৬৬ ব্যবহার করতে হবে না। সাগরদীঘি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে গত ৮ এপ্রিল থেকে এস টি ডি চালু হয়ে গেছে এবং গনকরে খুব শীঘ্র এস টি ডি হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগর-দীঘি ও গনকর লোক্যাল চার্জ হবে। বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি সরাসরি যোগাযোগ পাওয়া গেলেও ওদের ক্ষেত্রে চার্জ হবে এস টি ডি ধরে।

শ্রীশ্রীশীতলা মাতার পীঠস্থান

মির্জাপুর সংলগ্ন বাছুরাইল গ্রাম

আগামী ২২শে বৈশাখ থেকে
২৪শে বৈশাখ লীলারস ও সংকীর্তানুষ্ঠান
২৫শে বৈশাখ

॥ বিরাট মেলা ॥

মেলা প্রাঙ্গণে ঐ ক'দিন ২৪-প্রহরব্যাপী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস সংকীর্তনানুষ্ঠানে অংশ নেবেন পঃ বঙ্গের জনপ্রিয় বেতার শিল্পী শ্যামলী দাসী ছাড়াও বেশ কয়েকজন নামী শিল্পী।

সুপ্রাচীন এই মেলা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে সকলকে জানাই হার্দিক আমন্ত্রণ।